

দ্বৈত শাসন

দ্বৈত শাসন বলতে ইংরেজ কোম্পানি ও বাংলার নবাবের সমন্বয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে রবার্ট ক্লাইভ প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়। **১৭৬৫ সালে** প্রণীত এ শাসনব্যবস্থায় নিয়ামত বা বাংলার **আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, ফৌজদারি বিচার, দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব ছিল বাংলার নবাবের হাতে।** অন্যদিকে **রাজস্ব আদায়, দেওয়ানি সংক্রান্ত বিচার, জমিজমার বিবাদ সংক্রান্ত বিচার কোম্পানির ওপর** ন্যস্ত হয়।

বাংলার শাসনের দায়িত্ব এভাবে দুটি পৃথক সংস্থার হাতে চলে যাওয়াই দ্বৈত শাসন।

⇒ **ওয়ারেন হেস্টিংঃ** বাংলার ১ম গভর্নর জেনারেল

পাঁচশালা বন্দোবস্ত

পাঁচশালা বন্দোবস্ত হচ্ছে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনকালে রাজস্ব সংগ্রহের কার্যক্রম। যা **হেস্টিংসের** ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা নামে পরিচিত।

১৭৬৫ সালে **ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুঘল** সম্রাট হতে দেওয়ানী লাভ করে বাংলায় রাজস্ব ক্ষমতা গ্রহণ করার সাথে শুরু হয়ে যায় বাঙালী তথা **কৃষকদের** উপর নির্যাতনের স্মরণাতীত কালের ভয়াবহতম অধ্যায়ের। শুরু হয় ইংরেজ দ্বারা বাঙালীদের (কৃষকের) উৎপাদিত ফসল গুদামজাত করে কৃত্রিম পরিকল্পিত সংকটে ফেলে নিম্নবিত্ত বাঙালীদের ভিটেমাটি থেকেও তাড়ানোর প্রতিযোগিতা। ফলে দেখা দিল ইতিহাসের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, যা **১১৭৬ বাংলায় (১৭৭০ খ্রিঃ সন) হয়েছিল বলে ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর** নামে পরিচিত। এ দুর্ভিক্ষ বাংলার মোট জনসাধারণের এক তৃতীয়াংশের মৃত্যু ঘটলেও পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ইংরেজরা কৃষকদের নিকট থেকে জোর পূর্বক **রাজস্ব** আদায়ে পিছিয়ে ছিলনা। দুর্ভিক্ষের পূর্বে ১৭৬৮ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের রাজস্ব ছিলো ১,৫২,০৪,৮৫৬ টাকা, কিন্তু দুর্ভিক্ষের পর ১৭৭১ খ্রিষ্টাব্দে প্রদেশের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ মৃত্যু মুখে পতিত হওয়ার পরও মোট রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১,৫৭,২৬,৫৭৬ টাকায়।

এরপরও সন্তুষ্ট নয় ইংরেজরা, তাই পাঁচশালা বন্দোবস্ত, **একশালা বন্দোবস্ত, দশশালা বন্দোবস্ত** এবং শেষ পর্যন্ত ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে গভর্নর জেনারেল লর্ড **চার্লস কর্নওয়ালিস** জমিদার কর্তৃক বাংলার নিম্নবিত্ত এবং কৃষকদের উপর শোষণ ও নির্যাতনের স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে **চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত** প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এ বন্দোবস্ত অনুযায়ী **জমিদাররা** আদায়কৃত রাজস্বের নয়-দশমাংশ (৯০%) কোম্পানীর কাছে প্রদানের ব্যবস্থা হয়। জমিদাররা শারীরিক মানসিক নির্যাতনের মাধ্যমে সর্বশক্তি নিয়োগ করে রাজস্ব আদায় চালাতে লাগলো। **জমিদার, ইজারাদার,** পত্তনিদার, প্রভৃতি রংবেরং এর মধ্যসত্ত্বভোগী শাষকেরা গরীব কৃষকদের ওপর নানা প্রকার নির্যাতন চালাতো।

একশালা বন্দোবস্ত

একশালা বন্দোবস্ত ১৭৭৭ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ ভারতে প্রবর্তিত একটি ভূমি কর আদায়ের ব্যবস্থা। কর ধার্যের সুবিধার্থে গভর্নর জেনারেল **ওয়ারেন হেস্টিংস** ভারতের ভূ-সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণের জন্য ১৭৭৬ এ **আমিনি কমিশন** নামে একটি কমিশন গঠন করেন। করদাতা কৃষকদের মধ্যে নিলাম ডাকের ভিত্তিতে বিদ্যমান **পাঁচশালা বন্দোবস্তের (১৭৭২-১৭৭৬)** বদলে ১৭৭৭ থেকে একটি নতুন বন্দোবস্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। **ওয়ারেন হেস্টিংস ভূ-সম্পত্তি জরিপ** (যাকে বলা হয় ‘আমিনি’) করার জন্য একটি কর কমিশন গঠন এবং পরবর্তী বন্দোবস্তের জন্য ভূমির যথাযথ কর নির্ণয়ের সুপারিশ করেন। চুক্তিভিত্তিক দুজন কর্মকর্তা এবং একজন স্থানীয় দীউয়ান সমন্বয়ে এ কমিশন গঠিত হয়। চুক্তিভিত্তিক দুই কর্মকর্তা ডেভিড অ্যান্ডারসন এবং জর্জ বোগলে কমিশনার হিসেবে এবং দীউয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিং পেশকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যগণ কর নির্ণয়ে একটি স্থিরমূল্য-হিসাব নির্ধারণের বিষয়ে একমত হন, যাতে নমুনামাফিক কিছু কাট-ছাঁটের পর তা স্থায়ী কর আরোপণ পদ্ধতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এ লক্ষ্য অর্জনে কমিশনকে বাস্তবসম্মত কর্ম পরামর্শ প্রণয়ন করতে বলা হয়।

আমিনি কমিশন পাঁচটি সুপারিশ ও মন্তব্য পেশ করে:

- (১) জমিদারদের অনাদায়ি কর পরিশোধে অনীহার কারণে কর মওকুফযোগ্য হবে না;
- (২) একটি কর বিলুপ্ত হলে আরেকটি কর সৃষ্টি হয়; ফলত কর ছাঁটাই কিংবা কর বিলোপ কোনোটাই রায়তদের (কর ছাড়) জন্য সুফলদায়ক হয় না;
- (৩) নদী, নতুন হাট-বাজার পার্শ্ববর্তী জমিদারের হাতে বেদখল হওয়ার অজুহাতে কর হ্রাসের দাবি সমর্থনযোগ্য নয়;
- (৪) স্থানীয় বিষয়-আশয় সম্পর্কে সরকারি উদাসীনতার সুযোগে জমিদাররা অকল্পনীয় পরিমাণে জমিজমা আলাদা করে নিয়েছে;
- (৫) কোম্পানির দীউয়ানির ধারণার চেয়ে কর পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে।

আমিনি কমিশন রিপোর্ট নিয়ে কাউন্সিল সদস্যদের মধ্যে উত্তপ্ত বিতর্ক হয় এবং একটি চূড়ান্ত বন্দোবস্ত প্রস্তুত করার আগে আরও তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হয়। এই অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য কোর্ট অব ডিরেক্টরস-এর কাছে এক বা তিন বছর মেয়াদি বন্দোবস্ত প্রদানের সুপারিশ করা হয়। এ রিপোর্টের একটি কপি গভর্নর জেনারেলের সমর্থন ও সুপারিশসহ কোর্ট অব ডিরেক্টরস-এর কাছে পাঠানো হয়। **‘কোর্ট’ জমিদারদের সঙ্গে এক থেকে তিন বছরের একটি বন্দোবস্ত করার জন্য কলকাতা সরকারকে নির্দেশ দেয়। এই বন্দোবস্ত একশালা বন্দোবস্ত** নামে পরিচিত।

দশশালা বন্দোবস্ত

দশশালা বন্দোবস্ত(১৭৯০) : পিট-এর ভারত আইন ১৭৮৪-এর একটি দফায় কলকাতা সরকারকে অনতিবিলম্বে রাজস্ব নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বন্ধ করা এবং সরকার ও জমিদার উভয় তরফের জন্য সুবিধাজনক শর্তের আওতায় জমিদারদের সাথে রাজস্ব প্রশ্নে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পাদনের নির্দেশ দেওয়া হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পাদনের জন্য স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে **১৭৮৬** সনে ব্রিটিশ ভূস্বামী শ্রেণীর অন্যতম সদস্য **লর্ড কর্নওয়ালিসকে** গভর্নর জেনারেল করে পাঠানো হয়। **একটি চিরস্থায়ী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি তার রাজস্ব উপদেষ্টা জন শোরের (রাজস্ব বোর্ডের সভাপতি ও কাউন্সিল সদস্য) প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হন।** উল্লেখ্য, **জন শোর ছিলেন বাংলার রাজস্ব বিষয়ে সেরা বিশারদ।** শোরের বিশ্বাস ছিল যে, অনতিবিলম্বে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পাদন করার মতো যথেষ্ট তথ্য তাদের হাতে নেই। অবশ্য নীতিগতভাবে তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ধারণার বিরোধী ছিলেন না। তার কেবল আপত্তি ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় নিয়ে। তার যুক্তি ছিল এই যে, একেকটি স্বতন্ত্র তালুকের প্রকৃত সম্পদ এবং জমিতে রায়তসহ যাদের স্বার্থ জড়িত রয়েছে তাদের প্রকৃত অধিকার ও দায়দায়িত্বের বিষয় বিবেচনায় না নিয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পাদন করা হলে তাতে এ চুক্তির সকল পক্ষেরই স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে। শোর তাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলবৎ করা আরও দুই বা তিন বছর স্থগিত রাখার অনুকূলে ছিলেন, যাতে করে ইত্যবসরে জমির সম্পদ ও জমিতে অধিকার সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যাপারে এহেন প্রশ্নে কর্নওয়ালিস ও শোরের মধ্যে প্রবল মতপার্থক্য দেখা দেয়। কর্নওয়ালিস যুক্তি দেন যে, গত বিশ বছরে সংগৃহীত তথ্যই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট। তার আরও যুক্তি ছিল, কোন এক বা একাধিক তরফের বেলায় কোন গলদ-ত্রুটি ধরা পড়লে সেগুলি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সু-প্রভাবে অচিরেই দূর হয়ে যাবে। কর্নওয়ালিস বিশ্বাস করতেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা জমিদারদের নিজেদেরকে উন্নয়নকামী জমিদার ও কৃষি পুঁজিবাদী করে তোলার ব্যাপারে যথেষ্ট প্রেরণা যোগাবে।

কর্নওয়ালিস ও শোর তাদের নিজ নিজ অভিমত ও এতদসংক্রান্ত অন্যান্য দলিলপত্র কোম্পানির পরিচালক সভার কাছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য পাঠাতে সম্মত হন। তারা আরও একমত হন যে, **ইত্যবসরে সরকারের উচিত হবে ১৭৯০ থেকে ১০ বছর মেয়াদের জন্য জমি বন্দোবস্ত দেওয়া - যার সাথে এই মর্মেও বিজ্ঞপ্তি থাকবে যে, যদি পরিচালক সভা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অনুকূলে মত প্রকাশ করেন তাহলে এই দশশালা বন্দোবস্তই অবিলম্বে চিরস্থায়ী বলে ঘোষিত হবে।**

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

ব্রিটিশরা ভারতে শাসন শুরুর পর থেকেই এখানকার প্রচলিত দীর্ঘদিনের নানা প্রথা, আইনকানুন বিলোপ করে নতুন আইনের প্রবর্তন করে। এ রকমই একটি আইন বা বিধান হলো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। লর্ড কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ সালে এ প্রথা প্রবর্তন করেন। এই চুক্তির মাধ্যমে রাজস্ব পরিশোধের বিনিময়ে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার জমিদারদের জমির ওপর স্থায়ী মালিকানা দেওয়া হয়।

ফলে জমিদারদের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়। ধীরে ধীরে তারা পরিণত হয় ধনিক শ্রেণিতে। অপর দিকে প্রজারা বংশপরম্পরায় বসবাস ও চাষাবাদ করে আসা জমির পুরনো স্বত্ব হারায়। ফলে তারা অন্য কারো কাছে তাদের জমি হস্তান্তরে ব্যর্থ হয়।

এসব কারণে প্রজাদের নির্ভর করতে হয় জমিদারের দয়ার ওপর। নানা সমস্যা থাকা সত্ত্বেও এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থাটি অনেক বছর টিকে ছিল। ১৯৫০ সালে জমিদারি প্রথা বিলোপের মাধ্যমে বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিলোপ ঘটে।